সংবাদ

তারিখ 28 SEP 2008
পৃঃ ১৬ কলাম ৪

নভেম্বরের মধ্যেই চূড়ান্ত হচ্ছে শিক্ষা সংস্কারের মেগা পরিকল্পনা

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যাপক সংস্কারের মেগা পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আগামী নভেম্বরের মধ্যে সরকার এ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় 'শিক্ষা সামিটে' রাজনীতিক, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নতুন পরিকল্পনা প্রকাশ করবে সরকার। উল্লিখিত তিন স্তরের শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাবনার মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের সংস্কার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন ও আইনের সংস্কার, পাঠ্যবই সংস্কার, নতুন করে সরকারি প্রতিষ্ঠান খোলা এবং সারাদেশের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন কার্যক্রম রয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারও আনা হবে। আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে আগামী কেবিনেটেই নতুন অধ্যাদেশ উত্থাপিত হবে। শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান শনিবার সন্ধ্যায় নায়েমে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য প্রকাশ করে আরও বলেন, নতুন পরিকল্পনার আওতায় এ তিন স্তরের শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ ঘটবে। স্থায়ীভাবে দেশের জনসম্পদ সৃষ্টির নীতি তৈরি হবে। এটা কোন শিক্ষানীতি নয়, বিদ্যমান ব্যবস্থার উন্নয়ন করে আরও বেশি কার্যকর করার উদ্যোগ মাত্র। এ ব্রিফিংয়ের আগে নায়েমে শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাউশি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবং বিভিন্ন বোর্ডের কর্মকর্তারা যোগদান করেন। কর্মশালা শেষে শিক্ষাবিদদের সঙ্গে উপদেষ্টা মতবিনিময়েও মিলিত হন। এতে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, অধ্যাপক মোফাখখারুল ইসলাম, অধ্যাপক জাফর ইকবাল, অধ্যাপক শমশের আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা-সম্ভাবনা ও দুর্বলতা নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে মেগা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

মেগা : শিক্ষা সংস্কারের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) পুনর্গঠন এবং জাতীয় বিষয়ের সার্বিক কার্যাবলী ও জবাবদিহিতা পর্যালোচনায় আনা হবে। মাউশি'র সংস্কার প্রস্তাব ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। তবে এটি ধীরগতিতে এগোচ্ছে। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি 'উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন' কমিটি গঠন করা হবে। ওই কমিটি দেশের ৮০ ভাগ উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, কলেজগুলোর বাস্তব চিত্র, সমস্যা-সম্ভাবনা, অভ্যন্তরীণ সমস্যা ইত্যাদি পর্যালোচনায় আনবে। স্কুলের পরিচালনা পরিষদের পুনর্গঠনসহ সার্বিক সংস্কার কার্যক্রমের জন্য একাধিক ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হবে।

উপদেষ্টা বলেন, মানসম্মত শিক্ষার চাহিদা সম্প্রসারণের জন্য চলমান কাজকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে গৃহীত কিছু পদক্ষেপের ফল পাওয়া শুরু হয়েছে। সার্বিকভাবে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। অর্থনীতি ও সমাজের গতিশীলতার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, বর্তমানে অনেক নীতিমালাই রয়েছে। কিন্তু এ নীতিমালা কতটুকু কার্যকর, শিক্ষার সম্প্রসারণ যা হয়েছে তা সুষ্ঠু না বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হচ্ছে তাও দেখা হবে।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি, পাঠদান, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান প্রাপ্যতা ইত্যাদি চ্যানেলাইজ করা হবে। বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরেজির সম্প্রসারণ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই, যতটা বিজনেস স্টাডিজের ক্ষেত্রে হয়েছে। এর পেছনে কারণ বিজ্ঞান, ইংরেজি এবং গণিত ও কম্পিউটারের বই শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করছে না। এগুলো আরও আকৃষ্ট করা হবে। পাশাপাশি বিজ্ঞান ও কম্পিউটারের বই আরও সহজবোধ্য করা হবে। ইতিমধ্যে কম্পিউটারের বই সহজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের কাজে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রাখা হবে। এক্ষেত্রে, বিদ্যমান জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতানীতির যৌক্তিকতা পুনঃপর্যালোচনা করা হবে। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান পদ্ধতি আন্তরিক ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বর্তমানে 'পারফরম্যান্স ইভ্যালুয়েশন নীতি' চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে খারাপ ফলের জন্য এমপিও এবং প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি স্থগিতের নীতিতে অনেক ইতিবাচক ফল পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি ভালো ফলাফলকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার 'প্রমোট' করার চিন্তাভাবনা করছে। বর্তমানে অবকাঠামো নির্মাণ করে দেয়া, অনুদান এবং এমপিও প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম করে সরকার। উপজেলা পর্যায়ে মডেল স্কুল চালু রয়েছে। কিন্তু বেশ অনেকদিন যাবত সরকার প্রতিষ্ঠান তৈরি করে না। এখন থেকে সরকার নিজে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে। সরকারি আওতায় সরাসরি এসব প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম চালু করা যায় কিনা তা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, একসময় 'স্কুল ইন্সপেক্টর' বলতে একটি ব্যাপক ও আলোচিত চরিত্র ছিল শিক্ষা প্রশাসনে, যা এখন থাকলেও কার্যকর নেই। এ পদটিকে আবার নতুন করে কার্যকর করে তোলা হবে। দূরশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হয়েছে। তাদের কারণে যারা ভালো করছে, তাদেরও বদনাম হচ্ছে।

তিনি বলেন, সারাদেশের উচ্চশিক্ষার ৮০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ডিগ্রি কলেজগুলো তাদেরই অধীনে। প্রায় ৭ লাখ আসন রয়েছে ডিগ্রিতে। কিন্তু তারা ভর্তি করে মাত্র ২ লাখ। আর পরীক্ষা দেয় মাত্র ৩৮ হাজার। ডিগ্রির শিক্ষা কার্যক্রম নিয়েও রয়েছে নানা প্রশ্ন। এসব ঠিক করা হবে। কারিগরি শিক্ষায় সরকারি এমপিও নেই। সেখানে পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতিও নজর দেয়া হবে। এ স্তরের ইংরেজি ও গণিতকে স্কুলের সমপর্যায়ে আনা হবে, যাতে মান নিশ্চিত করা যায়। সারাদেশে স্কুলগুলোর পরিচালনা পরিষদের ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন আসছে। বিরাজমান সমস্যা সমাধানে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর অনেক দুর্বলতা রয়েছে। এ আইন সংস্কার করা হবে।

তিনি বলেন, বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ যাতে এগিয়ে যেতে পারে, সে লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটির (তথ্যপ্রযুক্তি) ব্যবহার বাড়ানো হবে। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী প্রত্যেক শিশুকে একটি করে যে 'এক্স-ও' ল্যাপটপ দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে, তাতে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এজন্য স্কুল পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে যাবে।